**শেষ বিকেলের কবিতা**

**মো. আলী আশরাফ সিকদার**

“শেষ বিকেলের কবিতা” কবি মো. আলী আশরাফ সিকদার বিরচিত একটি কাব্যছন্দের বই। কবিতাগুলি ছড়ার চেনা-পরিচিত এবং সরল সুরের লেখা রচনাদি হলেও- এর কোনটা ছড়া, কোনটা কবিতা- সামগ্রিক অর্থে একটি নির্মল পদ্যসম্ভার। যদিও প্রতিটি লেখার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং বাণী লেখককে কবি এবং লেখাগুলোকে কবিতা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই বিবেচনায় এই বইয়ের কবিতাগুলির উদ্দেশ্য মহৎ। গুনাগুনের প্রশ্নের সরস এবং কল্যানকর।

কবি-ঔপন্যাসিক মো. আলী আশরাফ সিকদার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেম তার চেতনায়- প্রেরণায়। লেখালেখির বিষয়ে এবং অনুসঙ্গ হিসেবেও তাই তাঁর প্রথম পছন্দ স্বাধীনতা এবং মুক্তিকামী মানুষের জয়গান। সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই মানুষটির কলমে উঠে এসেছে সাধারন জনতা, সামাজিক সীমাবদ্ধতা, অপসংস্কৃতি, দুর্নীতি, শিষ্টাচার ও মা-বাবাকে যথাযথ আদব-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অসাধারন কথামাল্য।

কবি’র কবিতা অন্তরকে স্পর্শ করে। নিকষ অন্ধকারে একফালি আলো দিয়ে যায় সূর্যালোকের ন্যায়। নীতিবান এবং মার্জিত হতে শেখায়। তাঁর কবিতা প্রতিবাদী হতে দীক্ষা দেয়।

কবির এ যাত্রা অপূর্ব, অপার্থিব। তাঁর পঙক্তি অগভীর দৈনন্দিন ব্যস্ততা ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যায় বোধের গভীরে। শিল্পমান সেখানে তুচ্ছ সংকীর্ণ। শুধুমাত্র কবি’ই সরব। জীবনব্যাপি … …

**আদিত্য রুপু**

**ফিল্মমেকার**

**কবি**

**============================= প্রচ্ছদ ■ রৌদ্রনীল ============================**

****

**মো. আলী আশরাফ সিকদার** ১৯৪৯ সালের ২ আগস্ট কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার লতিফপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা : প্রয়াত এস এম ছাদির বখ্‌স মাস্টার – একজন আদর্শ শিক্ষক। মাতা : প্রয়াত কদরেন নেছা – একজন আদর্শ গৃহিণী। মো. আলী আশরাফ সিকদার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক নাগরিক পাশাপাশি তিনি একজন গর্বিত পিতা।

প্রথম ছেলে ডা. এ এইচ এম জাকির হোসেন সিকদার একজন ডেন্টাল সার্জন ও বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। দ্বিতীয় ছেলে সিকদার মো. আজাদুর রহমান একজন ইঞ্জিনিয়ার। তৃতীয় ছেলে রিয়াজ মাহমুদ সিকদার (বিকম অনার্স, এমকম) একজন ব্যবসায়ী। প্রথম কন্যা মিসেস মাকসুদা সিকদার বর্তমানে একজন সফল আইনজীবি হিসেবে ঢাকা জর্জ কোর্টে নিয়োজিত আছেন এবং দ্বিতীয় কন্যা মিসেস মোর্শেদা সিকদার একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। কবির সহধর্মিনী শাহানারা সিকদার একজন রত্নগর্ভা মা এবং সফল নারী হিসেবে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

“শেষ বিকেলের কবিতা” লেখকের মননশীল এক অনবদ্য সৃষ্টি। সব বয়সী পাঠকের উপযোগী সৃজনশীল ছন্দ-কবিতার বই। আমি বইটির সাফল্য কামনা করি।

**আহমেদ রউফ**

**প্রকাশক, রৌদ্রছায়া**

লেখকের মুঠোফোন : ০১৮১৮-৩২৪১৬৮

**উৎসর্গ**

একজন সফল নারী

একজন রতগর্ভা মা

একজন শ্রেষ্ঠ জয়িতা

আমার অর্ধাঙ্গীনি **মিসেস শাহানারা সিকদার**

… একসঙ্গে অনেকদূর

তোমার আগামী দিনগুলো হোক সুন্দর ও মঙ্গলময়।

**লেখকের অন্যান্য বই**

মানচিত্র (কবিতা)

উড়ন্ত প্রেম (উপন্যাস)

**সহযোগিতায়**

স্নেহের জুলেখা সিকদার মীম

**সন্ত্রাস**

অকারনে রাঙ্গাইয় চক্ষু

সন্ত্রাসীর দল

নিরীহ লোক ভয়ে ভয়ে

ফেলে চোখের জল।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

উপার্জন করে অর্থ

সন্ত্রাসীরা হাতিয়ে নেয়

বানিয়ে অপদার্থ।

সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়ছে

সন্ত্রাসীর দলে

দেশের মানুষ একারণে

হতভাগা হলে-

দেশটা যেন হয়েছে ভঙ্গুর

শান্তির আবাস নাই

খুঁজে সুখ দেশের মানুষ

শান্তি কোথায় পাই।

কত কাল কত দিন

চলবে এমন

সন্ত্রাসী হইলে বন্ধ

শান্তি তখন।

**ভালোবাসা**

কচি সোনার ভালোবাসা

বড় মধুর লাগে

মা জননীর ভালোবাসা

সন্তানে পায় আগে।

প্রেমিকার ভালোবাসা

ক্ষণিকের নয়

ছেড়ে দেয় রাজ-প্রাসাদ

ভিক্ষুক হয়ে রয়।

ভাই বোনের ভালোবাসা

অর্ধ-জীবন হয়

পিতা-মাতার ভালোবাসায়

নাহি কোন ক্ষয়।

ফুলকে ভালোবাসে

সবে দুনিয়ায়

এহেন ভালোবাসা

নাহি কেহ পায়।

আল্লাহকে ভালোবেসে

নামাজ রোযা করো

ভালোবাসা নিয়ে যেন

সকলেই মরো।

**জীবনের খেলা**

জীবন নিয়ে খেলা করে

হয়নি খেলা শেষ

বয়সের সাথে সাথে

খেলা জমল বেশ।

কখন জানি সেই খেলা

হয়ে যাবে পন্ড

যত খেলা হল তার

সব লন্ড-ভন্ড।

মানুষ খেলে নিজকে নিয়ে

সে খেলল কি

সে খেলল সংসার নিয়ে

শান্তি হল কি?

নিজের খেলা যদি খেলতো

হল শান্তি বেশ

সংসারের খেলা খেলে

হয়ে গেলো শেষ।

অভাগার খেলা শেষ

হয়নি শান্তি তার

খুঁজে শান্তি যখন-তখন

পায়নি শান্তি আর।

দুনিয়াতে খেলতে খেলতে

হল খেলা সমাপ্তি

আখিরাতের খেলা করো

নইলে হবে অশান্তি।

**নামাজ**

লাইন ধরে নামাজ পড়

সকল মুসলমান

নাহি ভেদাভেদ ছোট বড়

সকলি সমান।

দু’দিন পড়ে যেতে হবে

দুনিয়া ছেড়ে

থাকিতে পারিবেনা কেহ

কস্মিন কালে।

নাহি যাবে ধন-সম্পদ

ইবাদত করো

মরিতে হইবে কিন্তু

সৎ পথ ধরো।

ছেলে মেয়ে সকলে

দুনিয়ায় রবে

খবর পাইবেনা কেউ

একা থাকতে হবে।

মরনের আগে কিছু

সৎ কাজ করো

রোজা করো রীতি মত

আর নামাজ পড়।

নামাজ হবে সম্বল

আখিরাতের দিনে

শান্তি পাইবে তুমি

ইবাদতের গুণে।

**ছোটদের সোহাগ**

বড় হয়ে ছোটদেরকে

আদর করে যাও

ছোটদের চাহিদা

পুরণ করে নাও।

লেখাপড়ার জন্য

চাপ দিবা বেশি

মানুষ তাদের হতে হবে

না হোক তারা খুশি।

বড়দের দায়িত্বের

শেষ কথা নাই

ছোটদের দিবা সোহাগ

যত পায় তাই।

ছোটরা মানুষ হবে

হবে জ্ঞানী জন

জ্ঞানী হয়ে এ অবদান

ভুলবে না তখন।

আদর সোহাগ যত কিছু

বড়দের আছে

সকল কিছু করবা ব্যয়

ছোটদের পাছে,

দায়িত্ব কর্তব্য সকল

শেষ করে দাও

মানুষ হয়ে ভুলে গেলে

নাহি কষ্ট পাও।

**সৃষ্টির খেয়াল**

আকাশে রোদ যখন

খাঁ খাঁ করে

গরমে অনেক মানুষ

হাঁফাইয়া মরে।

নিমিষে যায় রোদ

দেয় না ইশারা

গর্জন করিয়া আকাশ

বৃষ্টিতে সারা।

এই রোদ এই মেঘ

যেন জাদুঘর

মরতে হইবে সবার

আল্লাহকে স্মরণ কর।

ক্ষনিকে যায় বাদশা

হইয়া যায় ফকির

সময় থাকতে সবার

করে যাও যিকির।

এই আছে এই নাই

সব আল্লাহ্‌র শান

মরিতে হইবে সবার

যতই থাকুক মান।

স্মরণ করিয়া সবাই

থাক সচেতন

পরপারে ডাক দিলে

হইবে মরণ।

**মা-বাবা**

মা-বাবা সন্তানদের

মঙ্গল বেশি চায়

রঙ্গিন স্বর্গে সন্তানেরা

সব ভুলে যায়।

জেনে শুনে বিষ নাহি

বাবা পান করে

সেই বিষ খেয়ে সন্তান

অকাতরে মরে।

কিছু কিছু খবর আছে

বাবা নাহি পায়

বিলম্বে পায় খবর

সারা বড় দায়।

দুঃখ হইল বাবা

না হইল শেষ

পড়ে গেছে ছলনায়

কষ্ট বাবার বেশ।

জেনে শুনে ছেলে মেয়ে

যখন ভুল করে

সারা জীবন কষ্ট পায়

দুঃখে দুঃখে মরে।

সেই ভুল কোনদিন

নাহি সংশোধন

পিতা-মাতা কেঁদে কেঁদে

করে যায় রোদন।

বয়সের সাথে সাথে

জ্ঞান বেড়ে যায়

কত ভুল করিয়াছে

এখন দুঃখ পায়।

**নহে অহংকার**

হিংসা পতনের মূল

জানিবে স্বজন

করিয়াছে যে হিংসা

হয়েছে পতন।

নিজেকে বড় জানা

নহে কিন্তু সৎ

জানিবে নিজেকে ছোট

হইবে মহৎ।

আজ বড় কাল ছোট

সব আল্লাহ্‌র দান

জগতে হয়েছে বড়

কে দিয়াছে মান।

টাকা পয়সা ধন-সম্পদ

নহে কারো কিনা

গরিবকে কোনদিন

না করিবে ঘৃণা।

গরীব-দুখী সকলে

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কূল

অহমিকা করা হবে

অনেক বড় ভুল।

মানুষকে মানুষ বলে

করো মূল্যায়ণ

বিধাতা হবে খুশি

না হবে পতন।

**তেলে মাথা**

তেলে মাথায় তেল দিয়া

বাহবা কুড়ায়

যাহার মাথায় তেল নাই

থাকে অসহায়।

অভাবে অনটনে

হাওলাত চায়

থাকিলেও দেয়না যে কেউ

নাহি হাওলাত পায়।

যার আছে অনেক বেশি

চাইলে হয় খুশি

দৌঁড়াইয়া মারে তেল

যে যত পারে বেশি।

এ হল রীতিনীতি

গরীবের দুর্গতি

চাহিয়া থাকে গরীব

হয় না কোমলমতি।

হাওলাত কম

দিলে হাছানা

তারপরেও দেয়না তারে

করে বাহানা।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি

আল্লাহ্‌-ই দেখে

পায়না হাওলাত

থাকে মহা সুখে।

**বাণী**

কথায় কথায় উগ্র মেজাজ

নহে সহনীয়

দৃঢ়তা মহত্বের লক্ষণ

ওস্তাদ প্রিয়।

জ্ঞান অর্জন ভালোবাসা

অহংকার নয়

অহংকারে পতন ঘটে

জানিবে নিশ্চয়।

মরীচিকা পশ্চাতে

চলা ঠিকানা

চকচক করিলেই

হয়না সোনা।

কষ্ট করে সৎ পথে

করো রোজগার

সেখানে শান্তি বেশি

নাহি হাহাকার।

মনের বিরুদ্ধে

চলা সঠিক নয়

নম্রতা ভদ্রতা

মানুষেরই হয়।

মহত্বের লক্ষণ

যদি মনে থাকে

হবে তুমি বিচক্ষণ

আল্লাহর ডাকে।

ক্ষণিকের খেলা শেষে

ডাক দিবে যে

করিয়াছেন যিনি সৃষ্টি

ডাক দিবে সে।

**গৌরব**

বংশের গৌরব করতে করতে

অহংকার আসে

অহমিকা করিয়া তাদের

জীবন হয় মিছে।